জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – সেপ্টেম্বর ২০০৭/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* হাঙ্গেরির সাবেক প্রধানমন্ত্রী কোরিয়ায় ইউএনডিপি'র কাজ তদারককারি প্যানেলের নেতৃত্ব দেবেন
* নির্বাচনের পর পূর্ব তিমুরের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ
* ইরাকের অস্ত্র পরিদর্শকদের কার্যালয়ে ধ্বংসাত্মক পদার্থ পাওয়ার ঘটনা তদন্তে গঠিত প্যানেলের নাম ঘোষণা
* কবি, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক নেতা রুমির জীবনী নিয়ে জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক সংস্থার আয়োজন
* তিন দশকে এই প্রথম উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক চিত্র ইতিবাচক-জাতিসংঘ

হাঙ্গেরির সাবেক প্রধানমন্ত্রী কোরিয়ায় ইউএনডিপি'র কাজ তদারককারি প্যানেলের নেতৃত্ব দেবেন

১১ সেপ্টেম্বর- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) কোরিয়ায় সংস্থার কাজ তদারককারি প্যানেলের সদস্যদের নাম আজ ঘোষণা করেছে। হাঙ্গেরির সাবেক প্রধানমন্ত্রী এই প্যানেলের নেতৃত্ব দিবেন।

এই নতুন প্যানেল জাতিসংঘের হিসাব নিরীক্ষক বোর্ডের কাজ করবে। কোরিয়ার মানবিক কর্মসূচিতে সহায়তার জন্য ব্যবহৃত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার তহবিল অনৈতিকভাবে পরমাণু কর্মসূচিসহ পিয়ংইয়ং সরকারের কাছে চলে যাচ্ছে-গণমাধ্যমে উত্থাপিত এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে মহাসচিব বান কি মুনের অনুরোধে হিসাব নিরীক্ষক বোর্ড গত জানুযারি থেকে কোরিয়ায় জাতিসংঘের কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।

ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং প্রকল্প সেবার জন্য জাতিসংঘ কার্যালয়ের কার্যক্রমের ব্যাপারে ওই অনুসন্ধান এখন দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর আগে প্রথম ধাপের অনুসন্ধানে কোরিয়ায় জাতিসংঘ তহবিলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বড় ধরনের বা নিয়মতান্ত্রিক অনিয়ম দেখা যায়নি।

তবে হিসাব নিরীক্ষক বোর্ড এটাও উলে-খ করেছে যে দ্বিতীয় ধাপেও সব অভিযোগ, বিশেষ করে কোরিয়ায় ইউএনডিপি'র কাজ সম্পর্কে উত্থাপিত বিষয়সমুহের ব্যাপারে পুরোপুরি অনুসন্ধান করা যাবে না।

এর জবাবে হিসাব নিরীক্ষক বোর্ড তদন্ত করেনি এমন সব অভিযোগ যাচাই করে দেখতে ইউএনডিপি গত মাসে একটি স্বাধীন অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়। আজ তারা ওই কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করলো। এরা হলেন হাঙ্গেরির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের উপদেষ্টা পরিষদের বর্তমান সদস্য মিকলস নেমেথ, ভারতীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সরকারি ব্যয় বিষয়ক স্থায়ী সচিব চান্দার মোহন বাসুদেব, শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘের সাবেক ডেপুটি হাইকমিশনার এবং ইউএনডিপি'র হিসাব নিরীক্ষা উপদেষ্টা কমিটির বর্তমান চেয়ারম্যান ম্যারি অ্যান র‌্যাচ।

ইউএনডিপি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোরিয়ায় ইউএনডিপি'র কার্যক্রম সম্পর্কে যে সব অভিযোগ উঠেছে সেগুলার উত্তর খুঁজতে সংশি-ষ্ট সব কিছুই তারা যাচাই করে দেখবে। এ ক্ষেত্রে অভিযোগ সম্পর্কিত কোনো কিছুই বাদ যাবে না। একইসঙ্গে ইউএনডিপি আত্মবিশ্বাসী যে জাতিসংঘ হিসাব নিরীক্ষক বোর্ডের (ইউএনবিওএ) প্রক্রিয়া ও বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের সমন্বয়ে তা করা সম্ভব হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এর লক্ষ্য হলো এ বছরের শেষ নাগাদ একটি প্রতিবেদন সম্পূর্ণ করা। নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইউএনডিপি'র প্রশাসক কেমাল ডারভিস আশা প্রকাশ করেন, এই সময়সীমার মধ্যেই কাজ শেষ হবে। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি এটা সম্ভব হবে। তবে তা নির্ভর করবে কিভাবে কাজ এগুচ্ছে তার ওপর।

ইউএনডিপি'র কর্মী সদস্যদের ব্যাপারে জাতিসংঘ নৈতিকতা বিষয়ক দপ্তরের কোন এখতিয়ার নেই-ইউএনডিপি কেন এটা মেনে চলে এবং ইতিমধ্যে নিজেদের রক্ষার আবেদন জানানো তিনজনের ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়টি এই নিরীক্ষণে দেখা হবে কিনা-সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে ডারভিস বলেন, এতে কেবল কোরিয়া সম্পর্কিত বিষয়সমুহের ব্যাপারে নজর দেওয়া হবে। আমাদের এই প্রক্রিয়া এমন উন্মুক্ত নয় যে এই পর্যবেক্ষণে আগত যে কোন বিষয়ের ব্যাপারে নজর দিতে পারবে।

ডারভিস বলেন, যেকোন ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা থেকে রক্ষা পেতে সকল কর্মী সাহায্য চাইতে পারেন। এর জন্য ইউএনডিপি'র একটি হটলাইন ও একজন ন্যায়পাল রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ইউএনডিপি জাতিসংঘের বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়।

অনেক কর্মী বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছে এবং বিষয়গুলোকে সরাসরি নৈতিকতা বিষয়ক দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে–এমন এক প্রশ্নের জবাবে ডারভিস বলেন, আমি কোনো কিছুই বাদ দিচ্ছি না। তিনি এ ব্যাপারে আরও আলোচনার উপর গুরুত্ব দেন।

তিনি বলেন, সামঞ্জস্য বিধান করতে, একসঙ্গে কাজ করতে ও সম্পদের অর্থনীতির ব্যাপারে আমরা গতিশীল ও দক্ষ হতে চাই। একইভাবে সার্বিক কার্যপ্রন–ালীর ভিত্তিতে আমরা যাই করি না কেন তার ফলাফলের ব্যাপারে নজর দিতে চাই। কিন্তু আমরা কেবল সচিবালয়ের নিয়ম–নীতি গ্রহণ বা সচিবালয়ের অভ্যন্ত রীণ তহবিল এবং কর্মসূচিকে একত্রিত করতে কোন কিছু করতে পারি না।

নির্বাচনের পর পূর্ব তিমুরের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ

১০ সেপ্টেম্বর–সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর গঠিত পূর্ব তিমুরের নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। একইসঙ্গে সংস্থাটি দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার এই ক্ষুদ্র দেশটির রাজনৈতিক পক্ষগুলোর প্রতি যে কোনো মতবিরোধ বা বিতর্ক শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে।

চলতি মাসে পরিষদের সভাপতি হওয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জিন মরিস রাইপার্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন, সফলতার সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কৃতিত্বের দাবিদার পূর্ব তিমুরের জনগণ।

৩০ জুনের নির্বাচনের পর সানানা গুসামাও পূর্ব তিমুরের মন্ত্রীসভার প্রধান হয়েছেন। ওই নির্বাচনে কোনো পক্ষ স্পষ্ট বিজয়ী না হওয়ায় এ নিয়ে পরে বিক্ষিপ্ত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।

রাইপার্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পূর্ব তিমুরের সকল রাজনৈতিক দল এবং তাদের সমর্থকদের অবশ্যই সহিংসতা পরিহার করতে হবে এবং দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামোর মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, শুধু শান্তি ও গণতন্ত্র নয়, বরং আইনের শাসন ও টেকসই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সংহত করতে পূর্ব তিমুরের সরকার, সংসদ, রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংলাপে বসতে হবে।

নিরাপত্তা খাতের সংস্কারসহ অন্যান্য বিষয় যেমন অভ্যন্তরীনভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষদের সমস্যার সমাধান এবং বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বিবৃতিতে পূর্ব তিমুরের জাতীয় ঐক্যমত্য, প্রায় ১ লাখ ৫৫ হাজার বা মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ গৃহহীন মানুষ এবং দেশটিতে জাতিসংঘ মিশন সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০০২ সালে স্বাধীন হওয়া পূর্ব তিমুরের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বিরোধের জের ধরে গত বছর দেশটিতে কমপক্ষে ১৩৭ জন মানুষ প্রাণ হারায়।

ইরাকের অস্ত্র পরিদর্শকদের কার্যালয়ে ধ্বংসাত্মক পদার্থ পাওয়ার ঘটনা তদন্তে গঠিত প্যানেলের নাম ঘোষণা

৭ সেপ্টেম্বর– জাতিসংঘ আজ সম্প্রতি নিউইয়র্কের জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ, যাচাই ও পরিদর্শন কমিশনে (ইউএনমোভিক) পাওয়া ধ্বংসাত্মক পদার্থ নিয়ে সৃষ্ট উদ্ভূত পরিস্থিতি তদন্তে গঠিত একটি প্যানেলের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছে।

মুখপাত্র মাইকেল মন্টাস সাংবাদিকদের বলেন, এ প্যানেলে থাকবেন ড. স্টিফ্যান মগল। তিনি এর আগে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক সংস্থার পরীক্ষাগারের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি সুইজারল্যান্ডের স্পিয়েজ জাতীয় পরীক্ষাগারে প্রধান রসায়নবিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

হনোলুলুর হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং আউটরিচ সেন্টারের পরিচালক ড. সুসান ব্রাউনও প্যানেলে থাকবেন। ব্রাউন রসায়ন প্রকৌশল ও জ্বালানি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ। তিনি ইরাকে ৯০ এর দশকে জাতিসংঘের বিশেষ কমিশনে (ইউএনএসসিওএম) কাজ করেছেন। ইউএনএসসিওএম ছিল ইউএনমোভিকের আগের সংগঠন।

মুখপাত্র জানান, প্যানেলে জাতিসংঘের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক অধস্তন সচিব জেনারেল ডেভিড ভেনেসও থাকবেন।

প্যানেলটি মহাসচিবের সেফ ডি ক্যাবিনেট বিজয় নাম্বিয়ারের নেতৃত্বে কাজ করবে। আগামী সপ্তাহে প্যানেলের সদস্যরা প্রথমবারের মতো বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এটি কোন পরিস্থিতিতে এই পদার্থগুলো জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আনা হল, কেন কেবল সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের পদার্থ পাওয়া গেল এবং বর্তমান নিরাপত্তার নীতিমালা ও তা কতদুর অনুসরণ করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখবে।

প্যানেলটি অক্টোবরের শেষ নাগাদ মহাসচিবের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইউএনমোভিক কর্মীরা গত মাসে যখন ছোট দুটি প-াস্টিকের প্যাকেট খুঁজে পেল তখন এসব বিষয় সামনে চলে আসে। ধাতু ও গ-াস কন্টেইনারের এ প্যাকেট দুটিতে তরল পদার্থ রাখার বিভিন্ন আকারের টিউব ও শিশি ছিল। নিরাপত্তা পরিষদ জুনে এর পর্যবেক্ষণের মেয়াদ শেষ করার ঘোষণা দেওয়ার পর কমিশন তাদের কার্যক্রম ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনার জন্য তাদের দপ্তর জাতিসংঘ সদরদপ্তর থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নেওয়ার সময় এগুলো পায়। তখন থেকে এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

ওই পদার্থগুলো তখন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হয়।

কবি, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক নেতা রুমির জীবনী নিয়ে জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক সংস্থার আয়োজন

৬ সেপ্টেম্বর– দার্শনিক ও মুসলিম আধ্যাত্মিক নেতা মাওলানা জালাল-উদ-দিন বালকি-রুমির ৮০০তম জন্মদিন উপলক্ষে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেসকো) আজ সুফি নৃত্য, নথিপত্র, বই ও চিত্র প্রদর্শনী এবং শিক্ষাবিদদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছে।

ইউনেস্কো বলেছে, এটি প্যারিসের সদর দপ্তরে দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে রুমির সম্মানে স্মারক পুরস্কার প্রদান করবে। আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্ক এ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করেছে।

রুমি ১২০৭ সালে বালকে (বর্তমান আফগানিস্তানে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত মাথনবী বা 'রাইমিং কাপলেটস' গ্রন্থের লেখক । রুমি কোনিয়ায় (বর্তমান তুরস্ক) তাঁর নির্বাসিত জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটান । ১২৭৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে তিনি অন্যতম সুফি সাধক হিসেবে গণ্য হতে থাকেন।

ইউনেস্কোর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজকের সেমিনার রুমির চিন্তা, দর্শন ও চিরন্তনী বাণী সম্পর্কিত আলোচনার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের একত্রিত করেছে।

অনুষ্ঠানে আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্কের বিভিন্ন দল সুফি নৃত্য পরিবেশ করবে। এ ছাড়া ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রুমিকে নিয়ে লেখা বই, নথিপত্র ও চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে।

তিন দশকে এই প্রথম উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক চিত্র ইতিবাচক-জাতিসংঘ

৫ সেপ্টেম্বর– ১৯৭০ দশকের শুরু থেকে তিন দশকের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চীন ও ভারতের প্রবৃদ্ধির কারণেই এ ধরনের বেশির ভাগ দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। আজ প্রকাশিত জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) এক বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

বাণিজ্য ও উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৭ এ বলা হয়, প্রাথমিক পণ্য সরবরাহ করে বিশ্বের অনেক চরম দরিদ্র দেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মুনাফা অর্জন অব্যাহত থাকবে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক ধারা ২০০৩ সাল থেকে ওই দেশগুলোকে বৈশ্বিকভাবে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয়, ২০০৩ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে (এসব দেশের) মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে গ্রুপ-সেভেনভুক্ত (জি-৭) শিল্পোন্নত দেশগুলোর মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে ১০ শতাংশ। সার্বিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে পরপর পঞ্চমবারের মতো প্রবৃদ্ধি বাড়বে। এ বছর ৩ দশমিক ৪ শতাংশ বাড়তে পারে।

আঙ্কটাড সতর্ক করে বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ব্যাপক মন্দা চীন ও ভারতের রপ্তানিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। আর এ দেশ দুটো উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখছে।

প্রতিবেদনে আরও সতর্ক করা হয়, দরিদ্রতর দেশগুলোর শিল্পখাতের উন্নয়ন ও সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ কমানোর ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য বা অগ্রাধিকারমুলক বাণিজ্য চুক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অন্যদিকে **আঙ্কটাড** বর্তমানের শিল্পায়িত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদাহরণ টেনে বলে, যে দেশগুলো গত কয়েক বছরে নতুন শিল্প সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় তাদের সামর্থ্য বাড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রতিবেদনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষতি কমানোর উপায় হিসেবে বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করারও আহ্বান জানানো হয়। উপযুক্ত বৈশ্বিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার অভাব, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিনিময় হার অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। আর এ অবস্থা তাদের

সার্বিক প্রতিযোগিতার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

আঙ্কটাড জানায়, আঞ্চলিক সহযোগিতা দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সুবিধা করে দিতে পারে। এ সহযোগিতা ওই দেশগুলোকে তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে, যা তাদের জন্য বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রবৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাড়াতে এ রকম সহযোগিতা যৌথ নীতি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আর এক্ষেত্রে ব্যষ্টিক অর্থনীতি, আর্থিক, অবকাঠামো ও শিল্প নীতির ওপর গুরত্ব আরোপ করতে হবে।

** ** **